জীবিকার হালাল-হারাম: মানুষের চরিত্র, রিজিক ও সমাজে প্রভাব



সংগৃহীত ছবি

হালাল উপার্জন ইসলামে শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে শান্তি ও বরকতের উৎস। বিপরীতে হারাম উপার্জন মানুষের ইবাদত থেকে শুরু করে চরিত্র ও পারিবারিক জীবনেও অশান্তি ও অনৈতিকতার বিষ ছড়িয়ে দেয়। কোরআন-হাদিসের আলোকে এ বিষয়টি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামে জীবিকার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য শ্রম করে উপার্জন করে, আর ইসলাম তাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়—উপার্জন হতে হবে হালাল, বৈধ ও ন্যায্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "হালাল রিজিক অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।" হালাল জীবিকা শুধু পেট ভরার উপায় নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির সিঁড়ি।

হালাল উপার্জনের রয়েছে বহুমাত্রিক সুফল। একজন মানুষ যদি হালাল পথে রোজগার করে, তার দোয়া কবুল হয়, তার ইবাদতে তৃপ্তি আসে এবং পরিবারে বরকত নেমে আসে। সন্তানদের চরিত্র গঠনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। হালাল জীবিকা ব্যক্তি জীবনে আত্মশুদ্ধি ও তাওয়ার পথ সুগম করে।

অন্যদিকে, হারাম উপার্জন মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। ঘুষ, সুদ, চুরি, প্রতারণা, মাদক ব্যবসা কিংবা জালিয়াতির মতো উপার্জন ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। রাসুল (সা.) বলেন, "যে দেহ হারাম আহার দ্বারা গঠিত, তার স্থান জাহান্নাম।" এ ধরনের অর্থের প্রভাব পড়ে মানুষের ইবাদতে, দোয়া কবুল হয় না, এবং আত্মায় অশান্তি বাসা বাঁধে।

হারাম জীবিকার প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, এটি সমাজে দুর্নীতি, বৈষম্য ও অবিচারের জন্ম দেয়। হারাম টাকা দ্বারা সন্তানদের লালন-পালন করলে তাদের মধ্যেও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। সমাজে চাঁদাবাজি, কালোবাজারি ও অসৎ উপায়ে বিত্তবান হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ফলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

হালাল উপার্জনের পথ সব সময় কঠিন হতে পারে, তবে সেটিই সফলতার প্রকৃত চাবিকাঠি। ইসলাম শ্রম ও সততার সঙ্গে উপার্জনকে উৎসাহিত করেছে। ব্যবসা, কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, চাকরি বা যেকোনো পেশা—যদি তা প্রতারণাহীন ও বৈধ হয়, তাহলে তা হালাল উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো যা আমি তোমাদেরকে রিজিক হিসেবে দিয়েছি।" (সূরা বাকারা: ১৭২)। এ নির্দেশনা শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, উপার্জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নবীজির (সা.) জীবনেও আমরা দেখি,তিনি আমানতদার ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কখনো অন্যায়ভাবে উপার্জন করেননি।

অতএব, জীবনের শান্তি ও সফলতা চায় যিনি—তাকে অবশ্যই হালাল জীবিকার পথ অনুসরণ করতে হবে। অল্প হোক, পরিশ্রমের হোক—তবে তা হোক পবিত্র ও বৈধ। কারণ হালাল উপার্জনই আনে দোয়ার কবুল, আত্মার প্রশান্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর হারাম উপার্জন জীবনে আনে অস্থিরতা, দুঃখ ও আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি।